স্থানীয় কমিউনিটির অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৫৮ × বৃহস্পতিবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২১

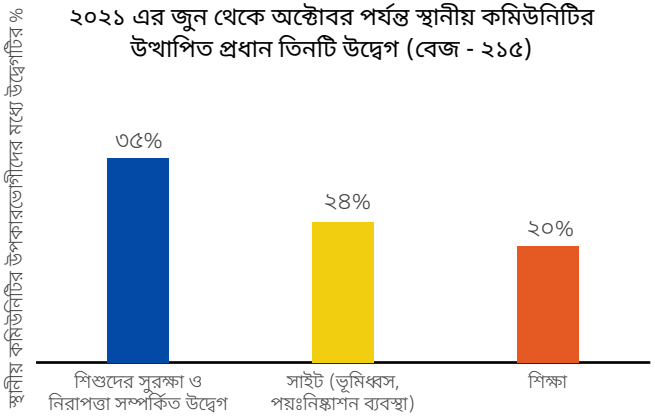

শিশুদের স্কুল/কলেজে যাতায়াতের নিরাপত্তা

বিস্তারিত সাক্ষাৎকার এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনা – এই উভয় মাধ্যমেই অংশগ্রহণকারীরা শিশুদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া, বিশেষ করে বাসা থেকে স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় ভিড়বাট্টা এবং পথে বাস, ট্রাক সহ নানা ধরনের যানবাহন বেশি থাকার কারণে শিশুর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অনুপ্রবেশের পর থেকে যানজট বৃদ্ধির পাশাপাশি রাস্তাঘাট সবার জন্যই অনিরাপদ হয়ে পড়েছে। এর ফলে বেসরকারী সংস্থা ও অন্যান্য মানবিক সাহায্য সংস্থাগুলোর ব্যবহৃত যানবাহনের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সড়ক দুর্ঘটনার পরিমাণও বেড়েছে। আর এ কারণে অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের একা স্কুলে পাঠানোকে এখন নিরাপদ বলে মনে করেন না। স্কুলে যাওয়া এবং আসার পথেও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের সাথে এখন কাউকে

সূত্র: কমিউনিটি ফিডব্যাক ও রেসপন্স মেকানিজম (সিএফআরএম) এবং বিভিন্ন ক্যাম্প ও হোস্ট কমিউনিটির লিসেনিং গ্রুপের আলোচনার মাধ্যমে এজেন্সিগুলো* নানা সময়ে যে মতামতগুলো সংগ্রহ করছে, ২০১৮ এর জানুয়ারি থেকেই বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন তা সমন্বয় করে আসছে। এরই প্রেক্ষিতে, ২০২১ এর জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আশপাশের স্থানীয় কমিউনিটির ২১৫ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই সংখ্যাটি তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া কমিউনিটির কাছ থেকে উঠে আসা উদ্বেগগুলোকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ২০২১ সালের ৭ থেকে ৯ ডিসেম্বর উখিয়া উপজেলার রত্নাপালং, রাজাপালং এবং পালংখালি ইউনিয়ন এলাকায় ছয়জনের বিস্তারিত সাক্ষাৎকার (২৩ থেকে ৬৬ বছর বয়সী তিন জন পুরুষ এবংতিন জন নারী) এবং ছয়টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (১৮ থেকে ৩০ জন বয়সী ১৫ জন নারী ও ১৪ জন পুরুষের) পরিচালনা করেছে।

এই সময়ের মধ্যে স্থানীয় কমিউনিটির প্রধান তিনটি উদ্বেগ ছিল শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, শিক্ষা এবং সাইট সম্পর্কিত উদ্বেগ। ৯৯ জন পুরুষ এবং ১১৬ জন নারী এই বিষয়গুলো নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে শিশুদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত উদ্বেগ সবচেয়ে বেশি থাকায় এই সংখ্যাটিতে শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে স্থানীয় কমিউনিটির উদ্বেগের ওপরই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া শিশুদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত উদ্বেগগুলো নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার আরেকটি বড় কারণ হল, কমিউনিটি ফিডব্যাক ও রেসপন্স মেকানিজম (সিএফআরএম) থেকে যে তথ্যগুলো পাওয়া গেছে সেগুলোতে অংশগ্রহণকারীরা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে ঠিক কোন ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সেটি সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না (তথ্য সুরক্ষা নীতি ও উত্তরদাতাদের নিরাপত্তার স্বার্থে) । তাই অংশগ্রহণকারীদের কাছে যখন নির্দিষ্ট করে শিশুদের সুরক্ষা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় তখন শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের উদ্বেগগুলোও আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

অন্যদিকে রোহিঙ্গা কমিউনিটি থেকে উত্থাপিত শিশু সুরক্ষার উদ্বেগগুলো ইতোপূর্বে মূল্যায়ন করা হলেও** স্থানীয় কমিউনিটির ক্ষেত্রে এটি হয়নি। তাই বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবার স্থানীয় কমিউনিটির বিষয়গুলোর ওপরই তুলনামূলক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে রোহিঙ্গা ও স্থানীয় - এই উভয় কমিউনিটি থেকে প্রাপ্ত ২১,৬২২টি ফিডব্যাকের মধ্যে (জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে সংগৃহীত) মাত্র ১ শতাংশ স্থানীয় কমিউনিটি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যেহেতু মানবিক সাহায্য দেওয়া অধিকাংশ সংস্থাগুলো রোহিঙ্গা কমিউনিটির সাথে কাজ করে সে কারণে এটি হতে পারে। তবে কারণ যাই হোক না কেন, আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় স্থানীয় কমিউনিটির মানুষদের কাছ থেকে পরের বছরের একই সময়ে তুলনামূলক কম তথ্য উঠে এসেছে এবং খুব কমই মানুষই বিশ্বাস করেন যে সাহায্য সংস্থাগুলো তাদের উদ্বেগের কথা শুনছে।***

* *সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (UNHCR), ডেনিশ রিফিউজি কাউন্সিল (DRC) এবং কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড-এর কার্যালয়।*

** *https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/findings_from_the_child_protection_assessment_in_rohingya_refugee_camps_in_coxs_bazar_october_2021.pdf*

*** *http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/research-report-common-service-4-june-2021.pdf*

না কাউকে যেতে হচ্ছে। **এর ফলে ইতিমধ্যেই আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত অভিভাবকদের জন্য সন্তানের শিক্ষার ব্যয় আরও বেড়ে গেছে।**

> "আমাদের বাড়ির ধারে কাছে কোনো স্কুল-কলেজ নেই। তাই স্কুল বা কলেজে পড়ার জন্য আমাদের ছেলে-মেয়েদের অন্য এলাকায় যেতে হয়। তাই শিশুদের শিক্ষার পিছনে আমাদের ব্যয়ও বেশি হচ্ছে।"
>
> – নারী (৪৫), পালংখালী, উখিয়া

> "রোহিঙ্গারা আসার পর থেকে রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। এখন এনজিওর গাড়িও বেশি। ফলে সড়ক দুর্ঘটনা একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"
>
> – নারী (৩৫), পালংখালী, উখিয়া

> "রোহিঙ্গারা আসার পর থেকে যানবাহনের সংখ্যা বেড়েছে। যার ফলে আমাদের শিশুরা রাস্তার কাছাকাছি গেলে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন থাকি।"
>
> – নারী (৩৫), পালংখালী, উখিয়া

স্কুলগুলোকে শরণার্থীদের বিতরণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার

মানবিক সংস্থাগুলো রোহিঙ্গাদের কার্ড এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সরবরাহ করার কাজে শিশুদের স্কুল ব্যবহার করে বলে অভিভাবকরা তাদের সন্তানের শিক্ষা নিয়েও উদ্বিগ্ন । বিস্তারিত সাক্ষাৎকারে জানা গেছে, সাহায্য সংস্থাগুলো শিশুদের খেলার মাঠকে রোহিঙ্গা কমিউনিটির জন্য বিতরণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে বলে শিশুরা আগে যেমন স্কুলের মাঠে খেলতো এখন আর তা পারে না।

> "আগে আমাদের ছেলেরা খেলার মাঠে খেলতে পারত। রোহিঙ্গারা আসার পর খেলার মাঠের সংখ্যা কমে গেছে। এ কারণে আমাদের ছেলেরা বাইরে খেলতে পারে না। তাদের ঘরেই থাকতে হয়।"
>
> – নারী (২৩), পালংখালী, উখিয়া

আর্থিক বিষয়

কোভিড-১৯ এর কারণে চলাচলে বিধিনিষেধ থাকায় অনেক স্থানীয় পরিবারই আর্থিক অসচ্ছলতার মুখে পড়েছেন এবং এ কারণে সন্তানের পড়াশোনার খরচও চালিয়ে নিতে পারছেন না। অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, **কিশোর ও তরুণদের মধ্যে যারা মহামারীর আগে স্কুল বা কলেজে পড়তো, মহামারীর কারণে এখন তাদের অনেকেই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে পরিবারের খরচ যোগাতে বিভিন্ন কাজে যোগ দিয়েছে।**

যেহেতু শিশুদের কেউ কেউ তাদের পরিবারের আর্থিক অসংগতির কারণে বিভিন্ন কাজ শুরু করেছে এবং পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছে না, তাই অভিভাবকরা এই শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। তারা বলেছেন, তাদের সন্তানরা যদি স্কুলে না যায় তাহলে তারা সরকারি চাকরি পাবে না।

অংশগ্রহণকারীরা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কাছে তাদের জমি হারানোর কথাও জানিয়েছেন। **আবার রোহিঙ্গারা কাজ করে বলে স্থানীয় মানুষদের চাকরির সুযোগ কমে গেছে।** এ কারণে সন্তানদের শিক্ষার খরচ একসময় তারা বহন করতে পারলেও এখন আর সেটি পারছেন না।

> "রোহিঙ্গারা আসার কারণে এখন আমাদের কাজের সুযোগ অনেক কম। আমাদের আয় কমে গেছে। ফলে সন্তানদের ভরণপোষণের পাশাপাশি তাদের লেখাপড়ার খরচ বহন করতেও অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের অনেককেই শিশুদের বিভিন্ন চাকরিতে পাঠাতে হয়েছে। কেউ কেউ তাদের মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতেও বাধ্য হয়েছেন।"
>
> – নারী (৪৫), পালংখালী, উখিয়া

সেই সাথে বিভিন্ন কাজে রোহিঙ্গা কমিউনিটির মানুষদের কম মজুরিতে নিয়োগ করা হচ্ছে বলে স্থানীয় তরুণদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও হ্রাস পেয়েছে।

> "আগে আমাদের ছেলেরা দোকানে, ওয়ার্কশপে কাজ করত। অনেকে দিনমজুর হিসেবেও কাজ করত। এখন এসব কাজ বেশি পাচ্ছে রোহিঙ্গারা। তাই আমাদের ছেলেরা এসব কাজ পাচ্ছে না।"
>
> – পুরুষ (৪৫), পালংখালী, উখিয়া

নেতিবাচক ধারণা এবং সামাজিক সংহতি

স্থানীয় ও রোহিঙ্গা কমিউনিটির মধ্যে সামাজিক সংহতির অবনতি ঘটেছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুরা মাঝে মাঝে রোহিঙ্গাদের সাথে নানান ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে এ ধরনের ঝগড়া-বিবাদের কথা আগেও শোনা গেছে এবং বিষয়টি যা জানা জরুরি'র (হোয়াট ম্যাটার্স) পূর্ববর্তী একটি সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এবারেও অংশগ্রহণকারীরা একই ধরনের বিষয়ের কথা বলেছেন এবং বিষয়টি এই সংখ্যাতেও স্থান পেয়েছে। উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্কের এই অবনতির কারণেও অংশগ্রহণকারীরা শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন*।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকারীরা আরও বলেছেন যে রোহিঙ্গা কমিউনিটির মানুষ অসামাজিক ও বেআইনী কাজে অংশ নেয়, যা তাদের সন্তানদের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। একজন নারী সাক্ষাৎকারদাতা বলেছেন, মেয়েরা আগের মতো আর একা একা স্কুলে যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। স্কুল/কলেজে যাতায়াতের পথে তাদের উত্যক্ত করা হয় বলে তারা স্কুল/কলেজে যাওয়ার আগ্রহও হারিয়ে ফেলে।

স্থানীয় মানুষদের মতে, রোহিঙ্গা জনগণ বেশ শত্রুভাবাপন্ন এবং ছোটখাটো সমস্যায়ও তারা ঝগড়া ও মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। এছাড়া তারা মনে করেন যে, রোহিঙ্গারা নিজেদের ভেতরেও সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে এবং এর ফলে খুনের ঘটনাও ঘটেছে।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতারা বলেছেন **তারা রোহিঙ্গা কমিউনিটির সদস্যদের ভয় পান এবং এ কারণে কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের সম্পর্কে কখনো কোনো অভিযোগ করেন না বা বিষয়টি জানান না।**

> "রোহিঙ্গারা খুবই খারাপ মানুষ। তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকে। সাধারণ একটা বিষয় নিয়েও তারা মানুষকে ছুরি মেরে হত্যা করতে পারে।"
>
> – পুরুষ (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন থেকে), বয়স ৫৫, রাজাপালং, উখিয়া

* *What Matters? Issue 43 এবং https://www.dropbox.com/s/32f6mazzfxasuk4/Understanding%20social%20cohesion%20between%20the%20Rohingya%20and%20host%20communities.pdf?dl=0*

কম বয়সে বিয়ে, মাদক ও শিশু পাচার

অংশগ্রহণকারীরা ফোকাস গ্রুপে আলোচনার সময় বলেছেন, মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে তাদের এলাকায় বাল্য বিয়ে বেড়েছে। মহামারীর পর থেকে স্কুল বন্ধ থাকায় অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন থাকেন যে মেয়েরা হয়তো বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে পারে বা তাদের সম্মতি ছাড়াই বিয়ে করতে পারে। ফলে বাবা-মা তাদের পরিবারের জন্য যেকোনো ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারী বলেছেন, কোনো কোনো বাবা-মা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য তাদের কিশোরী মেয়েদের প্রবাসীদের সাথেও বিয়ে দিয়েছেন।

মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে, মাদকের ব্যবহার এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ বেড়ে গেলে বলে স্থানীয় লোকজন তাদের কিশোর ছেলেদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। মূলত, **নিরাপত্তার বিষয়টি এখন স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।** তারা বলেন, রোহিঙ্গাদের ভেতর অনেকেই মাদক ব্যবসা ও বিক্রির সাথে জড়িত। এছাড়া স্থানীয় যেসব ছেলেরা রোহিঙ্গা কমিউনিটির সাথে যুক্ত তারাও মাদক পাচারে জড়িয়ে পড়ছে এবং কেউ কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কাজেও লিপ্ত হচ্ছে।

> "আমাদের এলাকায় অবৈধ মাদক ব্যবসার পাশাপাশি অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়েছে। অনেকেই মাদকাসক্ত ও মাদক ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে।"
>
> – পুরুষ (৫৫), রাজাপালং, উখিয়া

অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেছেন, মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে এলাকায় হাইজ্যাকিং ও শিশু পাচারের মতো ঘটনা বেড়েছে। তারা বলেছেন, যেহেতু স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই আর্থিকভাবে অসচ্ছল, তাই তারা অর্থ উপার্জনের জন্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে (রোহিঙ্গা কমিউনিটির মানুষের দ্বারা) সহজেই প্ররোচিত হচ্ছেন।

> "আমাদের এলাকায় শিশুদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা বেড়েছে। আমরা প্রায়ই মাইকে এই ধরনের ঘোষণা শুনতে পাই।"
>
> – পুরুষ (৪৫), পালংখালী, উখিয়া

তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে কেউ কাজ করছে না

যখন জানতে চাওয়া হয় যে, সন্তানদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়ে **উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাগুলো** জানানোর জন্য তারা কার উপর আস্থা রাখেন; তখন কিছু অংশগ্রহণকারী বলেছেন, এসব ব্যাপারে কথা বলার জন্য কার কাছে যেতে হবে সেটি তারা জানেন না। এছাড়া, কেউ কেউ বলেছেন তারা যখন তাদের কথাগুলো অন্যদের জানিয়েছিলেন, তখনও সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। **ফলে তারা নিজেদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে কারো সাথে আলোচনা করতে চান না।**

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তথ্য জানানোর ব্যাপারে ইমামদের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি

সূত্র: রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তথ্য জানানোর ব্যাপারে ইমামদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের ভাষা ও তথ্য সম্পর্কিত চাহিদাগুলো বোঝার জন্য ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স (টিডব্লিউবি) নয়টি ক্যাম্পে (১ডব্লিউ, ২ই, ২ডব্লিউ, ১০, ১২, ১৩, ১৮, ২৬ এবং নয়াপাড়া আরসি) কর্মরত ১১ জন ইমামের ফোনে সাক্ষাৎকার নিয়েছে। এই সাক্ষাৎকারগুলো ২০২১ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি নেওয়া হয়েছিল।

ইমামরা প্রধানত সরকারি সূত্র থেকে তথ্য পেয়ে থাকেন, তবে কিছু জনের প্রাপ্ত তথ্য বুঝতে সমস্যা হয়

যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে সেই ইমামদের বেশিরভাগই মূলত এনজিও, সিআইসি মিটিং এবং মাঝিদের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে থাকেন। এছাড়াও তারা রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবক, পুলিশ, সামাজিক মাধ্যম এবং রেডিও থেকেও তথ্য পান বলে জানিয়েছেন। জানা গেছে যে তারা প্রধানত মিটিং-এ সামনাসামনি এবং লাউডস্পিকারের মাধ্যমে তথ্য জানতে পারেন।

ইমামদের সকলেই বলেছেন যে তারা জনগোষ্ঠীকে জানানোর জন্য যে তথ্য পান তা রোহিঙ্গা ভাষায় দেওয়া হয়। তবে এদের মধ্যে দুইজন ইমাম জানিয়েছেন যে তারা বাংলা, ইংরেজি এবং বর্মী ভাষাতেও তথ্য পান। দুইজন ইমাম বলেছেন যে লিখিত তথ্য বোঝার ক্ষেত্রে তারা ভাষাগত সমস্যার সম্মুখীন হন, কারণ ক্যাম্পে যে লিখিত তথ্য দেওয়া হয় তা সাধারণত বাংলা, বর্মীভাষা বা ইংরেজিতে লেখা থাকে।

> “আমরা বর্মী ভাষা, ইংরেজি বা বাংলা বুঝি না। ক্যাম্পে যে লিখিত তথ্য দেওয়া হচ্ছে তার বেশিরভাগই এই তিনটি ভাষায় লেখা থাকে।”
>
> – ইমাম, ক্যাম্প ২ডব্লিউ

> আমরা বাংলা বুঝি না আর ৯৫% ইমাম ইংরেজি এবং বর্মী ভাষায় দেওয়া তথ্য বুঝতে পারেন না"
>
> – ইমাম, ক্যাম্প ১২

বেশিরভাগ ইমামই বলেছেন যে নারী, বয়স্ক ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যে তথ্য পেতে সমস্যা হয় সে ব্যাপারে তারা সচেতন, এবং কয়েকজন তথ্যের প্রাপ্তি সহজ করতে উদ্যোগ নিয়েছেন

ইমামদের মধ্যে আটজন মনে করেন যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সক্ষম ব্যক্তিদের তুলনায় কম তথ্য পান, ৭ জন মনে করেন যে বয়স্ক ব্যক্তিরা কম বয়সীদের মতো সমপরিমাণে তথ্য পান না এবং ৯ জন মনে করেন যে পুরুষদের তুলনায় নারীরা কম তথ্য জানতে পারেন। তিনটি দলের জন্যেই চলাফেরার সীমাবদ্ধতাকে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে ইমামরা মনে করেন যে বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অন্যদের মতোই সমান পরিমাণে তথ্য জানতে পারেন, তারা বলেছেন যে এই ব্যক্তিদেরকে বাড়ি গিয়ে ইমামরা তথ্য জানান অথবা তারা পরিবার ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য মানুষদের থেকে তথ্য জানতে পারেন।

> “আমি মসজিদে উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে অনুরোধ করি যাতে তারা প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ব্যক্তি এবং যাদের চলাফেরা সীমিত সেই মানুষদের তথ্যগুলো জানান। তারা সেই অনুযায়ী তথ্যগুলো জানিয়ে থাকেন। কোনো সমস্যা নেই।”
>
> – ইমাম, ক্যাম্প ২৬

নারীদের কথা বিচার করলে, ২ জন ইমাম বলেছেন যে নারীরা সাধারণত নারী এনজিও স্বেচ্ছাসেবী এবং পরিবারের পুরুষদের কাছ থেকে তথ্য পান। এক্ষেত্রে পুরুষদের সেই তথ্য পরিবারের নারীদের জানাতে বলা হয়। চার জন ইমাম বলেছেন যে আরও বেশি সংখ্যক নারীদের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য তারা নির্দিষ্ট কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন, যেমন শুক্রবার মসজিদে নারীদের ধর্মীয় শিক্ষা শোনার জন্য পার্টিশন দিয়ে আলাদা জায়গা করে দেওয়া হয়েছে, নারীদের তথ্য জানানোর জন্য ইমামদের পরিবারের নারী সদস্যদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং বাড়িতে গিয়ে তথ্য জানানো হয়েছে যাতে নারীরা অন্য ঘর থেকে শুনতে পারেন।

ইমামরা জনগোষ্ঠীকে জানানোর জন্য আরও তথ্য পেতে চান এবং তারা সেটা রোহিঙ্গা ভাষায় মুখোমুখি বা অডিও ও ভিডিও ফরম্যাটে পেতে চান

> “ইমামদের সিআইসি এবং এনজিও-দের সাথে দৈনিক মিটিং এ আমন্ত্রণ করে তথ্য জানানো উচিত। সম্প্রদায়ের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন নয়, তবে আমরা যদি এনজিও এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য না পাই, তবে আমরা তাদেরকে কী জানাবো।”
>
> – ইমাম, ক্যাম্প ১২

দশজন ইমাম সম্প্রদায়কে জানানোর জন্য আরও তথ্য পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তারা যে তথ্য জানতে চান তার মধ্যে রয়েছে প্রত্যাবাসন এবং মিয়ানমারের পরিস্থিতি, নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত সমস্যা, ওয়াশ, রোগ প্রতিরোধ, গার্হস্থ্য সহিংসতার মোকাবেলা, নিরাপদে প্রসব, বয়স্ক ব্যক্তিদের যত্ন নেয়া এবং দুর্যোগ ও জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য।

আগে ইমাম এবং সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে টিডব্লিউবি-র গবেষণায়** যেমনটা জানা গেছিল, ঠিক সেই মতোই সাক্ষাৎকারে সব ইমাম বলেছেন যে তারা এনজিও এবং বাংলাদেশী সরকারি কর্মকর্তাদের (সিআইসি) কাছ থেকে তথ্য পেতে পছন্দ করেন। এদের উভয়েই সম্প্রদায়ের সাথে দীর্ঘকালীন সম্পর্ক এবং তাদের সহায়তা করার কারণে তথ্যের বিশ্বস্ত সূত্র হিসেবে পরিচিত। সাক্ষাৎকারদাতা ইমামদের সকলেই বলেছেন যে তারা রোহিঙ্গা ভাষায় মৌখিকভাবে বা অডিও এবং ভিডিও ফরম্যাটে তথ্য পেতে চান।

ইমামরা ক্যাম্পে তথ্য জানানোর অন্যতম বিশ্বস্ত সূত্র। তারা সম্মানিত ধর্মীয় নেতা হিসেবে কমিউনিটির অংশগ্রহণ কর্মকাণ্ডে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেন। ইমামরা যাতে সম্প্রদায়ের মানুষদের তথ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারেন এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের ভূমিকাকে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারেন সেজন্য তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সহজবোধ্য ও পছন্দনীয় ভাষা এবং ফরম্যাটে দেওয়া জরুরি।

** https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2021/05/Imams-Share-Information-in-the-Rohingya-Refugee-Camps_EN.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2021/10/Community-health-workers-The-main-source-of-health-information-for-Rohingya-women-research.pdf

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

বর্তমানে এই কর্মকাণ্ডটি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে এবং ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটির সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। ইইউ হিউম্যানিটারিয়ান এইড এর অর্থায়নে এতে আরও সহায়তা করছে এসিএফ।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কিংবা ইইউ হিউম্যানিটারিয়ান এইড এর আনুষ্ঠানিক বক্তব্য বা সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।